গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা
অক্টোবর ২০১৮

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

১. প্রস্তাবনা (Preamble) ১

২. সুদূর প্রসারী প্রত্যাশা (Vision) ২

৩. লক্ষ্য (Mission) ২

৪. অনুসরণীয় মূলনীতিসমূহ (Guiding Principles) ৩

৫. নীতিমালার ব্যাপ্তিকাল (Policy Time Horizon) ৪

৬. নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ (Policy Objectives) ৪

৭. কর্মকৌশল (Strategy) ৮

৮. নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং সংযোগ লক্ষ্যমাত্রা (Network development and connectivity Targets) ১৫

৯. টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আইনসমূহ (The Acts on telecommunications) ... ১৬

১০. টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য নীতিমালা ইত্যাদির প্রয়োগ (Application of other Policies, etc. relating to Telecommunication) ১৬

১১. নীতিমালা ব্যাখ্যার সুযোগ (Scope of Interpretation of Policy) ১৬

১২. নীতিমালার প্রবর্তন, রহিতকরণ ও হেফাজত (Commencement, Repeal and Savings of Policy) ১৭

১৩. ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ (Publication of text of translation in English) ... ১৭

১৪. উপসংহার (Conclusion) ১৭

List of Acronyms

AS Number	–	Autonomous System Number
BDNIC	–	Bangladesh Network Information Centre
ccTLD	–	Country Code Top-Level Domain
DTTB	–	Digital Terrestrial Television Broadcasting
EMC	–	Electromagnetic Compatibility
EMI	–	Electromagnetic Interference
EMF	–	Electro Motive Force
ICT	–	Information and Communication Technology
IDN	–	Internationalized Domain Name
IP	–	Internet Protocol
IPv4	–	Internet Protocol Version-4
IPv6	–	Internet Protocol Version-6
IT	–	Information Technology
ITU	–	International Telecommunication Union
LEA	–	Law Enforcement Agency
NFAP	–	National Frequency allocation Plan
QoS	–	Quality of Service
R&D	–	Research and Development
SOF	–	Social Obligation Fund
VSAT	–	Very Small Aperture Terminal

১. প্রস্তাবনা (Preamble)

১.১ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সনে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) এর সদস্যপদ লাভ করে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তাঁর দিকনির্দেশনায় ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় প্রথম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে টেলিযোগাযোগ খাতে বিরাজমান একচেটিয়া বেসরকারি মোবাইল ফোন সেবা খাত ভেঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে মোবাইল ফোন সেবার কার্যক্রম বিস্তৃত হয়। কেবল তাই নয়, বাংলাদেশে মোবাইল প্রযুক্তির বিস্তৃতির প্রধান কারণ হচ্ছে সেই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। স্মরণ রাখা দরকার একই সময়ে তিনি একদিকে ভিস্যাট ব্যবহারকে সহজলভ্য করেন এবং দেশে এনালগ সিস্টেমের পরিবর্তে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট নির্ভর টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

পুনরায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে এ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়। এ সময়ে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় ডিজিটাল সিস্টেম বিস্তৃতির পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরে বিশেষ করে অনগ্রসর এলাকায় সরকারি সেবা ও সুবিধা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল-সার্ভিস প্রবর্তন করা হয়। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক খাতে ইন্টারনেটসহ অন্যান্য টেলিযোগাযোগ সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি খাতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ও হচ্ছে; যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১.২ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এর সংযুক্ত প্রয়োগসমূহ দীর্ঘদিন যাবত টেকসই উন্নয়নের তিনটি মাত্রা -অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (economic growth), পরিবেশগত ভারসাম্য (environmental balance) ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির (social inclusion) মুখ্য নিয়ামক (key enabler) হিসাবে স্বীকৃত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করেছে। এ রূপকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এজেন্ডার দর্শনে আধুনিক প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের সম্মিলনে শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, কর্ম সৃজন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাকে প্রযুক্ত করা হয়েছে। আমাদের দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে তাই একটি শক্তিশালী টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিবেশ (ecosystem) অপরিহার্য।

১.৩ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সক্রিয় ভূমিকা (enabling role) কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাত উদারীকরণে জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ১৯৯৮ মূল ভিত্তি স্থাপন করেছে। এটি তৎকালীন কেন্দ্রীভূত নীতি নির্ধারণ (policy), নিয়ন্ত্রণ (regulation) ও পরিচালনা কার্যক্রম (Operational functions) পৃথকীকরণের পথকে প্রশস্ত করেছে।

১.৪ জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ১৯৯৮ এর ভিত্তিতে সরকার বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ প্রণয়ন করে। টেলিযোগাযোগ খাতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলায় এ আইনে বিভিন্ন সংশোধনী আনা হয়েছে। সেবা প্রদানকে আরও উন্নত করার জন্য সরকার টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমকে একীভূত করে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কৌশল অনুযায়ী [1]ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গঠন করেছে।

১.৫ টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ১৯৯৮ গৃহীত হবার পর হতে ইন্টারনেট, মোবাইল টেলিফোন ও ব্রডব্যান্ড সহ টেলিযোগাযোগ সেবার সকল ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তৎসত্বেও, গ্রামীণ এলাকায় ব্রডব্যান্ড বিস্তারের হার নগর এলাকার চাইতে ধীরগতি সম্পন্ন। সাম্প্রতিক বছরসমূহে প্রযুক্তির অপরিমেয় পরিবর্তনের কারণে, টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রণ, বাজার কাঠামো এবং গ্রাহক চাহিদা বৈশ্বিক প্রবণতার সাথে আন্তঃ-নির্ভরশীল (Interdependent) হয়ে উঠেছে। একইসাথে নতুন প্রযুক্তির অমিত সম্ভাবনার পাশাপাশি জনগণ সাইবারস্পেস (Cyberspace) হতে বিভিন্ন হুমকিরও সম্মুখীন হচ্ছে। এখন টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি আর দেশের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রেক্ষাপটে জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ১৯৯৮ এবং সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামোর সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

১.৬ জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করার মাধ্যমে সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্ক্ষায় নতুন এ নীতিমালা শহর ও গ্রামীণ এলাকায় সমভাবে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণে পরবর্তী প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করেছে।

২. সুদূর প্রসারী প্রত্যাশা (Vision)

জাতীয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং নতুন বৈশ্বিক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে সম্পৃক্তকরণে সাশ্রয়ী ও সার্বজনীন অভিগম্য (universally accessible) উন্নত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করা।

৩. লক্ষ্য (Mission)

৩.১ বাংলাদেশের সকল ব্যক্তি, বাসস্থান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসার জন্য সাশ্রয়ী ও সমন্বিত টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক (Network) এবং সেবা নিশ্চিতকরণ।

৩.২ টেলিযোগাযোগ খাতের সকল অংশে কার্যকর প্রতিযোগিতা বজায় রাখার মাধ্যমে একটি দক্ষ ও উদ্ভাবনী আধুনিক টেলিযোগাযোগ শিল্প গঠন ত্বরান্বিতকরণ।

---

[1] বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এর খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৮৪ এ “Institutional Reforms for Facilitating the Expansion of ICT” শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত।

৩.৩ টেলিযোগাযোগ খাতের শাসন ব্যবস্থায় (governance) অবশ্যম্ভাবিতা (certainty) ও স্বচ্ছতা (transparency) বজায় রাখা।

৩.৪ বাংলাদেশকে নতুন বৈশ্বিক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সাশ্রয়ী ও উচ্চ মানের ব্রডব্যান্ড সেবার মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সামর্থ্য অর্জনে গবেষণা ও উন্নয়ন (research and development) কর্মকান্ড এবং মানবসম্পদের উন্নয়নে সহায়তা করণ ।

৩.৫ টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও সম্প্রচার খাতের নীতি ও আইনসমূহের সমন্বয়করণ।

৩.৬ টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য একটি পরিপূর্ণ সমন্বিত প্রচেষ্টা (whole of government approach) গ্রহণ।

৩.৭ দেশীয় বিনিয়োগের পাশাপাশি বলিষ্ঠ ও অব্যাহত বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ।

৩.৮ স্থানীয়ভাবে টেলিযোগাযোগ পণ্য উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং দেশীয় ও বিশ্ব বাজারের জন্য সফটওয়্যার (software), অ্যাপ্লিকেশন (application) এবং কনটেন্ট (content) উন্নয়নে (development) সহায়তা প্রদান।

৩.৯ প্রমিতকরণের (standardization) মাধ্যমে নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং নেটওয়ার্ক (network) ও সেবার মান বজায় রাখা এবং কঠোরভাবে মান অনুসরণ নিশ্চিতকরণ।

৩.১০ জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন সুরক্ষায় টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির কাঙ্ক্ষিত প্রভাব দ্বারা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন।

৩.১১ টেলিযোগাযোগ খাতে জাতীয় সম্পদসমূহের (national resources) যথোপযুক্ত ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৪. অনুসরণীয় মূলনীতিসমূহ (Guiding Principles)

বাংলাদেশে একটি প্রাণবন্ত টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও এর টেকসই ভিত্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পাঁচটি মূলনীতি দ্বারা জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা পরিচালিত হবে:

৪.১ উন্মুক্ত এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Open and Competitive market)

টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো স্থাপন এবং সেবা প্রদান কার্যক্রম উন্মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে যার পাশাপাশি সমন্বিত সামাজিক কল্যাণ (Aggregate Social Benefit) সর্বাধিক পর্যায়ে রাখার জন্য সরকার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে।

৪.২ সার্বজনীন অভিগম্য (Universal Access)

আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা সকল নাগরিক এবং গোষ্ঠীর জন্য অভিগম্য হবে। সার্বজনীন অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে এর সকল উপাদান যথা: প্রাপ্যতা, ক্রয়ক্ষমতা এবং ব্যবহারের সক্ষমতাকে অবশ্যই বিবেচনায় আনা হবে কিন্তু এগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

৪.৩ কার্যকর শাসন ব্যবস্থাপনা (Effective Governance)

সরকার টেলিযোগাযোগ খাতে উচ্চ মানের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয়ে সময়োপযোগী অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে।

৪.৪ সুসংগত নিয়ন্ত্রণ (Appropriate Regulation)

টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম অবশ্যম্ভাবী (certain), স্বচ্ছ (transparent) এবং বৈষম্যহীন (non-discriminatory) হবে। এ খাতে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হবে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, খাত উন্নয়ন এবং উন্নত মানের সেবা প্রদানে আরও কার্যকর পদ্ধতিতে অভিপ্রয়াণ (migration)।

৪.৫ প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি (Forward Looking)

একটি ডিজিটাল জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ ভিত্তিক শিল্পকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সুবিধাজনক অবস্থানে উন্নীত করা ও এক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য বজায় রাখতে সমসাময়িক এবং সফল নতুন প্রযুক্তি, ধারণা, অ্যাপ্লিকেশন (application) ও অভিসারী (convergent) সেবাসমূহের সংস্থান (provision) ত্বরান্বিত করা হবে।

৫. নীতিমালার ব্যাপ্তিকাল (Policy Time Horizon)

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা ন্যূনতম ১০(দশ) বছর ব্যাপী প্রাসঙ্গিক থাকার অভিপ্রায়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও এই নীতিমালার কার্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে সময়ে সময়ে এর পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধন করা হবে। এ নীতিমালায় বর্ণিত কৌশলগত কর্ম-পরিকল্পনা এবং কার্যতালিকা নিয়মিত পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হবে।

৬. নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ (Policy Objectives)

আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সহ টেলিযোগাযোগ নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

৬.১ সাশ্রয়ী এবং সার্বজনীন অভিগম্য (Affordable and Universally Accessible)

৬.১.১ টেলিযোগাযোগ খাতের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সাশ্রয়ী সেবা নিশ্চিতকরণ।

৬.১.২ সাশ্রয়ী টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবার মাধ্যমে সার্বিক সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও সংহতির উন্নতি সাধনক্রমে ডিজিটাল বিভক্তি (digital divide) হ্রাস।

৬.১.৩ নাগরিক-কেন্দ্রিক সেবা প্রদানে টেলিযোগাযোগ এবং এর সংযুক্ত প্রয়োগ কাঠামো রূপায়নে ব্র্যান্ড বাংলাদেশ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারণ।

৬.১.৪ সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সক্রিয়করণের লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ শিল্পের রাজস্বের অংশবিশেষের মাধ্যমে তথায় নেটওয়ার্ক (network) ও সেবা কার্যক্রম বিস্তার।

৬.১.৫ টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে কার্যকর ও বৈষম্যহীন আন্তঃসংযোগ নিশ্চিতকরণ।

৬.১.৬ টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কসমূহের জন্য নিরাপদ ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক সংযোগ নিশ্চিতকরণ।

৬.২ সেবার মান ও গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষা (Quality of Service and Customer Protection)

৬.২.১ গ্রাহক বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে যথাযথ অভিযোগ প্রতিবিধান (grievance redressal) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা।

৬.২.২ সেবার মান উন্নয়ন ও বজায় রাখা, মূল্য (tariff) ও মাসুল (charge) নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারীদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ কার্যপদ্ধতি প্রবর্তন এবং গ্রাহক স্বার্থ সমুন্নত রাখা।

৬.২.৩ গ্রাহকের আইনানুগ গোপনীয়তা রক্ষা এবং ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।

৬.২.৪ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এর প্লাটফর্মসমূহকে (platform) অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বা হুমকির প্রেক্ষিতে কার্যকর ও প্রয়োজনীয় পুনরুদ্ধারের সক্ষমতাসহ সুরক্ষিত রাখা।

৬.২.৫ সামগ্রিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থকে সমুন্নত রাখা।

৬.৩ টেলিযোগাযোগ বাজার ও সেবার উন্নয়ন (Development of Telecommunication market and services)

৬.৩.১ **সরকার প্রদত্ত দিক নির্দেশনার** (guiding principles) **আলোকে** লাইসেন্সসমূহে প্রযুক্তি-নিরপেক্ষতা (technology neutrality) ও নেটওয়ার্ক-নিরপেক্ষতা (network neutrality) নিশ্চিতকরণ।

৬.৩.২ ভবিষ্যতে প্রযুক্তি ও সুযোগের সদ্ব্যবহার সহজতর করার জন্য একটি স্থিতিশীল ও কার্যকর লাইসেন্সিং ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

৬.৩.৩ বাণিজ্যিকভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ পরিচালনা এবং সেবা প্রদানের জন্য লাইসেন্স প্রবর্তন।

৬.৩.৪ কতিপয় টেলিযোগাযোগ সেবা এবং অ্যাপ্লিকেশনের (application) জন্য authorization এবং class license ব্যবস্থা প্রবর্তন।

৬.৩.৫ অ্যানালগ (analogue) হতে ডিজিটাল সম্প্রচার (digital broadcasting) ব্যবস্থায় অভিপ্রয়াণের (migration) অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।

৬.৩.৬ লাইসেন্সিং কাঠামোয় সুবিধাজনক মালিকানা হস্তান্তর প্রক্রিয়া প্রণয়ন।

৬.৩.৭ টেলিযোগাযোগ খাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং তা বজায় রাখার জন্য যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

৬.৩.৮ উপযুক্ত সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাজারের অকার্যকারিতা মোকাবেলা।

৬.৪ দুর্লভ সম্পদের ব্যবস্থাপনা (Management of Scarce Resources)

৬.৪.১ অধিকতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনে স্পেকট্রামের (spectrum) সংস্থান, বরাদ্দ ও পরিকল্পনায় কার্যকর এবং ন্যায়সঙ্গত অনুসরণীয়-চর্চা'র (best practice processes) নিশ্চিতকরণ।

৬.৪.২ স্পেকট্রাম ব্যবহারের নিয়মিত নিরীক্ষাসহ এর দক্ষ এবং বহুমুখী ব্যবহার উৎসাহিতকরণ।

৬.৪.৩ স্পেকট্রামের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ টেলিযোগাযোগ সেবাসমূহের উন্নয়নে সহায়তা করা।

৬.৪.৪ নাম্বারিং স্কিম (numbering scheme) সহ অন্যান্য সম্পদের সংস্থান, বরাদ্দ ও পরিকল্পনায় উপযুক্ত এবং অনুসরণীয়-চর্চা'কে (best practice processes) গুরুত্ব প্রদান।

৬.৪.৫ কৃত্রিম উপগ্রহ পরিচালনা ও ব্যবহারের লক্ষ্যে কক্ষপথ সংশ্লিষ্ট সম্পদ (orbit resources) ও স্পেকট্রামের (spectrum) উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা।

৬.৫ বিনিয়োগ (Investment)

৬.৫.১ ক্রমবর্ধমান টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষত: ব্রডব্যান্ড ও নতুন অভিসারী (convergent) সেবাসমূহে স্থানীয় বেসরকারি বিনিয়োগ ও বিদেশী সরাসরি বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment) উৎসাহিতকরণ।

৬.৫.২ সরকারি খাতের বিনিয়োগে বরাদ্দের সুনিপুণতার (allocative efficiency) পাশাপাশি অধিকতর সামাজিক কল্যাণ ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বারোপ।

৬.৬. সাইবার অপরাধ হতে সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা (Safety and Security from Cyber Crime)

৬.৬.১ সাইবার অপরাধ ও হুমকি হতে দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা, জননিরাপত্তা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষা এবং ডিজিটাল আক্রমণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামো সুরক্ষার পাশাপাশি নাগরিকের ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যাংকিংসহ আর্থিক তথ্যের

নিরাপত্তায় এবং সামগ্রিক ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয় যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ও এতদসংগে সাইবার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/ইন্টারনেট এর মাধ্যমে ঘৃণা, বিদ্বেষ, নারীর প্রতি অশ্লীলতা, ধর্মীয় উগ্রবাদ জঙ্গীবাদ, ধর্মবিদ্বেষী প্রচারণা বন্ধে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬.৬.২ ডিজিটাল বিশ্বে তথ্য এবং তথ্য অবকাঠামো রক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, প্রশিক্ষিত কর্মী, প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি ও সহযোগিতার সমন্বিত প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সাইবার অপরাধের প্রতিকার, প্রতিরোধ, দমন, সাইবার হুমকির ক্ষেত্রে সাড়া প্রদান, আক্রমণ্যতা (vulnerability) কমানো এবং ডিজিটাল আক্রমণ থেকে ক্ষতি কমানোর সক্ষমতা গড়ে তোলা।

৬.৬.৩ ডিজিটাল নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনি ব্যবস্থা (legal Measures), কারিগরি এবং পদ্ধতিগত ব্যবস্থা (Technical and Procedural Measures), প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Organizational Structures), সক্ষমতা অর্জন (Capacity Building) এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (International Cooperation) এর বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ।

৬.৭ সুনিপুণতা ও উদ্ভাবন (Efficiency and innovation)

৬.৭.১ সেবা প্রদানকারীদের সমূহ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং নতুন অভিসারী (convergent) সেবা উদ্ভাবনে সহায়তা করণ।

৬.৭.২ টেলিযোগাযোগ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো অপসারণে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

৬.৭.৩ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক খাতে উদ্ভাবনী ডিজিটাল-সেবা (digital-services) ও মোবাইল সেবা (mobile-services) ব্যবস্থা চালুকরণে সহায়তা প্রদান।

৬.৭.৪ অনলাইন লেনদেন (online transactions) সহজতর করার জন্য নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য অ্যাপ্লিকেশন (application) উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান।

৬.৭.৫ ডিজিটাল-কমার্স (digital-commerce) এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেনে দক্ষতা বৃদ্ধি।

৬.৭.৬ সকল প্রাতিষ্ঠানিক কাজে টেলিযোগাযোগ এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ও সেবাসমূহের উদ্ভাবনী ব্যবহারকে উদ্বুদ্ধকরণ।

৬.৮ কর্মসংস্থান এবং ব্যবসায় উদ্যোগ (Employment and Entrepreneurship)

৬.৮.১ টেলিযোগাযোগ খাতে স্থিতিশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৬.৮.২ অর্থনীতির অন্যান্য খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ব্যবসায় উদ্যোগ বৃদ্ধি।

৬.৮.৩ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় টেলি-সেন্টার (tele-center) বা ডিজিটাল-সেন্টার (digital-center) স্থাপনে স্থানীয় মালিকানাকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদান এবং এরূপ উদ্যোগকে কেন্দ্র করে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকে উৎসাহিতকরণ।

৬.৯ প্রমিতকরণ ও স্থানীয় হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার উৎপাদন (Standardization and Local hardware and software production)

৬.৯.১ অনুসরণীয় প্রমিত মান (best practice standard) ব্যবহারের পাশাপাশি এর উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

৬.৯.২ দেশীয় ও বিশ্ব বাজারের চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে হার্ডওয়্যার (hardware) উৎপাদন এবং সফটওয়্যার (software) উন্নয়নে গবেষণা ও উন্নয়নকে (Research and Development) পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

৬.৯.৩ দেশীয় গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and Development) এবং হার্ডওয়্যার উৎপাদন শিল্পের বিকাশে যোগ্যতাসম্পন্ন মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।

৬.১০ পরিবেশ বান্ধব নেটওয়ার্ক (Environment friendly Networks)

৬.১০.১ স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বান্ধব টেলিযোগাযোগ খাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ কাঠামো (framework) প্রণয়ন ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদারকরণ।

৬.১০.২ টেলিযোগাযোগ পরিধিতে পরিবেশ বান্ধব কর্মকাণ্ডের প্রচার, প্রসার ও আত্তীকরণ অব্যাহত রাখা।

৬.১০.৩ গ্রিন টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।

৭. কর্মকৌশল (Strategy)

৭.১ গ্রাহক বান্ধব টেলিযোগাযোগ বন্ধন-কাঠামো (customer friendly telecommunication framework)

৭.১.১ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার পদ্ধতি প্রণয়ন করা হবে।

৭.১.২ লাইসেন্সসমূহকে কার্যভিত্তিক শ্রেণীকরণের (functional classification) সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান লাইসেন্সধারীদের টিকে থাকার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হবে এবং authorization ও class license প্রবর্তনে সুবিধাজনক সেবাসমূহ চিহ্নিত করা হবে।

৭.১.৩ লাইসেন্সধারী অপারেটরগণকে সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে তাদের টেলিযোগাযোগ সুবিধাসমূহের বৈষম্যহীন সমন্বিত ব্যবহারে (to share facilities) উদ্বুদ্ধ করা হবে।

৭.১.৪ বাজার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাসম্পন্ন (significant market power) সেবা প্রদানকারীর কর্তৃত্বের প্রভাব থেকে প্রতিযোগিতা এবং গ্রাহকের অনিষ্টের ঝুঁকি (risk of harm) কমাতে নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিকার ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হবে।

৭.১.৫ লাইসেন্সিং কাঠামোর মধ্যে পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতা বজায় থাকার শর্তে প্রয়োজনীয় প্রান্তিক মান (threshold) সহ একটি সুবিধাজনক মালিকানা হস্তান্তর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

৭.২ দক্ষ টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো ও সেবা প্রবর্তনের ব্যবস্থা (Facilitate introduction of efficient telecommunication infrastructures and services)

৭.২.১ দেশের সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বাসস্থান, শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.২.২ ডিজিটাল টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচারে (Digital Terrestrial Television Broadcasting (DTTB)) রূপান্তরের ক্ষেত্রে সুষম অভিপ্রয়াণের (smooth migration) লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা, প্রযুক্তি, নেটওয়ার্ক (network) পরিকল্পনা, গ্রাহক সচেতনতা এবং বাণিজ্যিক পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য ও সুপারিশসহ একটি পরিপূর্ণ রোডম্যাপ (roadmap) প্রস্তুত করা হবে।

৭.২.৩ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের জন্য ডাক্ট (duct) ও আনুষঙ্গিক এক্সেস পয়েন্টের (access point) সংস্থানের লক্ষ্যে অনুসরণীয় নিয়মাবলী (code) প্রণয়ন করা হবে।

৭.৩ সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের কার্যকর ব্যবহার (Effective use of Social Obligation Fund)

৭.৩.১ সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে দেশের টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৭.৩.২ টেলি-সেন্টার (tele-center), ডিজিটাল-সেন্টার (digital-center) এবং ব্রডব্যান্ড এর যৌথ পরিষেবা কার্যক্রমকে (shared services) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৭.৩.৩ বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপকরণ (devices) ও অ্যাপ্লিকেশন (application) উন্নয়নে বিশেষত: শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং তথ্য ও যোগাযোগে প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন (with special needs) এরূপ জনগোষ্ঠীর অনুকূলে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্দেশিকা (guideline) বা বিধি (rule) প্রণয়ন করা হবে।

৭.৩.৪ সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৪ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থায় অবশ্যম্ভাবিতা, স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতার মান-উন্নয়ন (Improve regulatory certainty, transparency and effectiveness)

৭.৪.১ রেগুলেশন ও পলিসি উভয় ক্ষেত্রে প্রমিত মানের (standards) অনুসরণীয়-চর্চার প্রতিফলন ঘটাতে আইনি বিধান নিশ্চিত করা হবে।

৭.৪.২ নিয়ন্ত্রকের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.৪.৩ এই নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ পর্যালোচনা করা হবে।

৭.৪.৪ স্টেকহোল্ডারদের (stakeholder) সাথে পরামর্শক্রমে লাইসেন্সিং স্কিম (scheme) ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় (regulation) প্রয়োগের জন্য প্রযুক্তি (technology) ও নেটওয়ার্ক (network) নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত বন্ধন-কাঠামো (framework) প্রণয়ন করা হবে।

৭.৫ গ্রাহক অধিকার সুরক্ষা এবং সেবার মান (Protection of Customer rights and Service quality)

৭.৫.১ সকল লাইসেন্সধারী কর্তৃক গ্রাহক সেবা ও আর্থিক হিসাব (billing) সম্বলিত আচরণ নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রচার নিশ্চিত করা হবে।

৭.৫.২ কার্যকর, অবারিত এবং সুবিধাজনক গ্রাহক অভিযোগ ও মতভেদ (dispute) নিরসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৭.৫.৩ অনতিবিলম্বে Full Number Portability এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৭.৫.৪ নিরাপত্তা ঝুঁকি, চুরি এবং অন্যান্য বিষয়াদি যেমন মোবাইল হ্যান্ডসেট (mobile handset) এর পুন: প্রোগ্রামিং ইত্যাদি রোধে মোবাইল ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামের একটি জাতীয় নিবন্ধন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

৭.৫.৫ টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীদের বিস্তারিত সেবা প্রদানের এলাকা (coverage) অনলাইনে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হবে।

৭.৫.৬ গ্রাহক আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরিমন্ডলে বিক্রয় ও বিপণন যোগাযোগের (sales and marketing communications) একটি অনুসরণীয় নিয়মাবলী (code of practice) প্রণয়ন করা হবে।

৭.৫.৭ কার্য-সম্পাদন এবং সেবা মানের (Quality of Service (QoS)) পরিমাপকসমূহ (parameters) সেবা প্রদানকারী কর্তৃক মেনে চলা নিশ্চিত করা হবে।

৭.৫.৮ প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন (with special needs) এরূপ ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে।

৭.৬ স্পেকট্রাম ও অন্যান্য টেলিযোগাযোগ সম্পদের কার্যকর ব্যবহার (Effective Utilization of Spectrum and other telecommunications resources)

৭.৬.১ স্পেকট্রাম (spectrum) সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন (planning), সংস্থান (Assignment) ও বরাদ্দকরণে (Allocation) কার্যকর এবং সু-বিবেচিত অনুসরণীয় পদ্ধতির (best practice process) অনুশীলন জোরদার করা হবে।

৭.৬.২ সর্ব-সাধারণ কর্তৃক লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত নিম্ন শক্তির যন্ত্রসমূহে (low power devices) ব্যবহারযোগ্য অতিরিক্ত ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড (frequency band) সময়ে সময়ে সনাক্ত করা হবে।

৭.৬.৩ অপরাপর বেতার তরঙ্গ ভিত্তিক সেবায় মূল্যবান স্পেকট্রামের (spectrum) প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ফিক্সড-মোবাইল অভিসরণের (fixed-mobile convergence) সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে।

৭.৬.৪ সময়ে সময়ে স্পেকট্রাম (spectrum) এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে spectrum refarm[২] করা হবে এবং সেবা প্রদানকারীদের বিকল্প বেতার তরঙ্গ (radio frequency) অথবা মাধ্যম (media) বরাদ্দ দেয়া হবে।

৭.৬.৫ উন্নত বেতার স্পেকট্রাম প্রকৌশল ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষা এবং পলিসি গবেষণার জন্য (Advanced Radio Spectrum Engineering and Management Studies and Policy Research) প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি এবং এর সক্ষমতার উন্নয়ন করা হবে।

৭.৬.৬ স্পেকট্রামের (spectrum) যথাযথ ব্যবহারের জন্য একটি বিস্তারিত রেগুলেটরি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হবে।

৭.৬.৭ বেতার তরঙ্গ বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনায় উন্মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

৭.৬.৮ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের রেডিও রেগুলেশন ও জাতীয় তরঙ্গ বরাদ্দ পরিকল্পনার (National Frequency Allocation Plan (NFPA)) সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং অপরাপর ব্যবহারকারী বা ব্যান্ড (Band) এর সাথে প্রতিবন্ধকতা (interference) সৃষ্টি না করার শর্তে বরাদ্দকৃত স্পেকট্রামে যে কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭.৬.৯ স্পেকট্রামের (spectrum) যে কোন অননুমোদিত ব্যবহার রোধে স্পেকট্রাম পরিবীক্ষণ (spectrum monitoring) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৭.৭ অন্যান্য নীতির সাথে সমন্বয় এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারকরণ (coordinate with other policies and strengthen international cooperation)

৭.৭.১ বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতের টেকসই উন্নয়নে স্টেকহোল্ডারদের (stakeholders) প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জাতীয় ফোরাম (forum) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

---

[২] বিদ্যমান ব্যান্ডে (band) বেতার তরঙ্গ (radio spectrum) বরাদ্দ বিলোপপূর্বক অন্য ব্যান্ডে অধিক দক্ষ পদ্ধতিতে পুনরায় বরাদ্দকরণ।

৭.৭.২ টেলিযোগাযোগ খাতে দেশীয় এবং প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment) আকৃষ্ট করতে এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Investment Development Authority), বাংলাদেশ ব্যাংক (Bangladesh Bank), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয় করা হবে।

৭.৭.৩ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সহযোগিতা, প্রমিতকরণ (standardization), নীতি প্রণয়ন (policy formulation) এবং টেলিযোগাযোগ সম্পদ (resource) ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহে কার্যকর ভূমিকা পালন করা হবে।

৭.৮ সাইবার স্পেস এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা (Enable proper Management of Cyberspace)

৭.৮.১ ccTLD, IDN, IP Addresses, AS Numbers, অন্যান্য ইন্টারনেট (internet) সম্পদসমূহের (resources) ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা (digital security) সম্পর্কিত বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Bangladesh Network Information Centre (BDNIC) এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা হবে।

৭.৮.২ IPv6 এ রূপান্তরের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনাসহ IPv4 ও IPv6 এর সহাবস্থানের জন্য নির্দেশনা প্রণয়ন করা হবে।

৭.৯ টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম বা পণ্য উৎপাদন ও গবেষণা (Enhance Research and Development and manufacturing of Telecommunications and IT equipment and products)

৭.৯.১ উচ্চমানের নতুন পণ্য ও সরঞ্জাম উন্নয়নে উৎপাদনকারী, গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, শিক্ষায়তন, সেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের (stakeholders) মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা জোরদার করা হবে।

৭.৯.২ স্থানীয়ভাবে সংযোজিত বা উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে উদ্যোক্তাগণকে সহায়তা করা হবে।

৭.৯.৩ টেলিযোগাযোগে প্রমিত মান উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে যা এর পাশাপাশি মান অনুসরণ (compliance), কর্মদক্ষতা (performance), আন্তঃ কার্যোপযোগীতা (interoperability), জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুরক্ষা, EMF, EMI এবং EMC ইত্যাদি ক্ষেত্রে মান যাচাই এবং প্রত্যয়ন (testing and certification) করবে।

৭.৯.৪ আন্তর্জাতিক সফটওয়্যার ও সরঞ্জাম (equipment) বিক্রেতাগণকে বাংলাদেশে তাদের অর্থবহ অবস্থান (meaningful local presence) গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

৭.৯.৫ টেলিযোগাযোগ গবেষণা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে যা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

৭.৯.৬ আমদানীকৃত টেলিযোগাযোগ পণ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় সক্ষমতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ন্যূনতম পরিমাণ আভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনকে (value addition) উদ্বুদ্ধ করা হবে।

৭.১০ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা সম্প্রসারণ (Enhance the competitiveness of State Owned Enterprises)

৭.১০.১ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক কৌশল অবলম্বনের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন, বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্বসহ দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টে প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

৭.১০.২ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানসমূহ অবকাঠামো নির্মাণ, উৎপাদন এবং সেবা ব্যবস্থায় নিজেদের মধ্যে কৌশলগত ও পরিচালনাগত পারস্পারিক সহযোগিতার (strategic and operational synergies) ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করবে এবং এর সদ্ব্যবহার করবে।

৭.১০.৩ জাতীয় নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল-সেবা প্রদান (digital-service delivery) এবং সুবিধাবঞ্চিতদের সেবা প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ জন (public) টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৭.১১ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (Ensure security)

৭.১১.১ ডিজিটাল অপরাধ এবং তদসম্পর্কিত টেলিযোগাযোগ ও এর প্রায়োগিক প্রযুক্তিসমূহের অপব্যবহার প্রতিকার, প্রতিরোধ, দমন ও সনাক্তকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৭.১১.২ ডিজিটাল নিরাপত্তা নীতির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিশ্চয়তা কাঠামো (assurance framework) সৃজন করা হবে এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা মানসমূহ (security standards) এবং অনুসরণীয় চর্চাসমূহের (best practice processes) প্রতিপালনে মান অনুসরণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (conformity assessment process) চালু করা হবে।

৭.১১.৩ দেশে একটি নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ (digital ecosystem) সৃজনসহ অর্থনীতির সকল খাতে টেলিযোগাযোগ ও এর ব্যবহারিক প্রযুক্তি আত্তীকরণের জন্য টেলিযোগাযোগ ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি এবং তথ্য আদান-প্রদানের উপর পর্যাপ্ত আস্থা ও বিশ্বাস জন্মাতে প্রয়োজনীয় সচেতনতা ও শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.১১.৪ অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং উপায়ের বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

৭.১১.৫ নিরাপত্তা হুমকির প্রারম্ভিক সতর্কবাণী, আক্রমণ্যতা ব্যবস্থাপনা (vulnerability management) ও নিরাপত্তা হুমকির ক্ষেত্রে যথাযথ সাড়া প্রদানের জন্য অন্যান্য দেশ এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সাইবার নিরাপত্তার দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে।

৭.১১.৬ সার্বক্ষণিক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামোর হুমকি সংক্রান্ত কৌশলগত তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া স্থাপন করা হবে।

৭.১১.৭ টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক তাদের নেটওয়ার্ক (network) এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যোগাযোগ তথ্যসমূহের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে।

৭.১১.৮ জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে (Law Enforcement Agency (LEA)) নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে লাইসেন্সের শর্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ সহায়তা প্রদান করা হবে।

৭.১১.৯ টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের (network) সকল অবকাঠামো (building block) অর্থাৎ যন্ত্রাদি, যন্ত্রাংশ, উপাদান, টাওয়ার (tower) ও ভবনসহ ইত্যাদিতে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার প্রমিত মান (standard) বলবত করা হবে।

৭.১২ দুর্যোগ ও আপদকালীন (Enable Disaster and Emergency management)

৭.১২.১ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ দুর্যোগ ও আপদকালীন অবস্থায় কার্যকর এবং দ্রুত প্রশমনে (mitigation) সহায়তার জন্য টেলিযোগাযোগ খাতের প্রমিত কার্যপদ্ধতি (standard operating procedure) নির্ধারণ করা হবে।

৭.১২.২ যথাযথ নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো প্রস্তুত করা হবে যা দুর্যোগকালীন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীর কর্তৃক গণযোগাযোগের নির্ভরযোগ্য পন্থা নির্ধারণ করবে।

৭.১২.৩ দুর্যোগের পূর্বাভাস, পর্যবেক্ষণ, সতর্কবার্তা সম্প্রচার এবং দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

৭.১২.৪ জরুরি সেবাসমূহের জন্য দেশব্যাপী একক access number সহ সারাদেশে আপৎকালীন সাড়া প্রদানের একীভূত কাঠামো স্থাপন করা হবে।

৭.১৩ পরিবেশ সংরক্ষণ উদ্বুদ্ধকরণ (Encourage Environment protection)

৭.১৩.১ গ্রিন টেলিযোগাযোগ (green telecommunications) নিশ্চিত করতে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারসহ শক্তির বিকল্প উৎসসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৭.১৩.২ টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কে স্বল্প শক্তি ব্যয়ী বেতার যন্ত্র (wireless device) সহ দক্ষ সরঞ্জাম ব্যবহার বৃদ্ধি এবং টেলিযোগাযোগ খাতে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৭.১৩.৩ টেলিযোগাযোগে প্রমিত মান নির্ধারণী সংস্থা (telecommunication standards body) কর্তৃক নির্ধারিত আন্তর্জাতিক মান অনুসারে বেতার যোগাযোগের (radio communications) ট্রান্সমিশন টাওয়ার (transmission tower) ও বেতার সরঞ্জামের (radio device) EMF বিকিরণের মান নিয়মিত পর্যালোচনা করা হবে।

৮. নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং সংযোগ লক্ষ্যমাত্রা (Network development and connectivity Targets)

৮.১ স্বল্প মেয়াদী (২০২০ এর মধ্যে)

৮.১.১ টেলি-ঘনত্ব (teledensity) ফিক্সড ও মোবাইল (fixed and mobile) ৯৫% এ উন্নীতকরণ।

৮.১.২ ইন্টারনেটের বিস্তার (internet penetration) প্রায় ৬০% এ উন্নীতকরণ।

৮.১.৩ মোবাইল বা ফিক্সড ব্রডব্যান্ডের বিস্তার ৩০% এ উন্নীতকরণ।

৮.১.৪ সকল জেলা ও উপজেলা সদর এবং সকল ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার (optical fiber) সংযোগ বিস্তৃতিকরণ।

৮.১.৫ সকল উপজেলা সদরে উচ্চগতির তারহীন ব্রডব্যান্ড (wireless broadband) সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ।

৮.১.৬ দেশব্যাপী শতভাগ ডিজিটাল সম্প্রচার (digital broadcasting) চালুকরণ।

৮.২ মধ্য মেয়াদী (২০২৩ এর মধ্যে)

৮.২.১ ১০০% টেলি-ঘনত্ব অর্জন।

৮.২.২ ইন্টারনেটের বিস্তার (internet penetration) ১০০% এ উন্নীতকরণ।

৮.২.৩ ব্রডব্যান্ডের বিস্তার (broadband penetration) ৭০% এ উন্নীতকরণ।

৮.২.৪ দেশের ৭০% গ্রামে ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্থাপন করা।

৮.২.৫ সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চগতির তারহীন ব্রডব্যান্ড (wireless broadband) সেবা বিস্তৃতকরণ।

৮.৩ দীর্ঘ মেয়াদী (২০২৭ এর মধ্যে)

৮.৩.১ জনসংখ্যার ১০০% ব্রডব্যান্ড (broadband) সেবা ভোগ করবে।

৮.৩.২ দেশের ১০০% গ্রামে ব্রডব্যান্ড সংযোগ পৌঁছাতে হবে।

৯. টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আইনসমূহ (The Acts on telecommunications)

৯.১ দুই বা ততোধিক স্থানের মধ্যে টেলিযোগাযোগ, সর্ব-সাধারণ অথবা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য বেতার (radio) বার্তা বা অনুষ্ঠানের অডিও (audio) সম্প্রচার (broadcasting) এবং যুগপৎ অডিও-ভিজুয়াল (audio-visual) অনুষ্ঠানের দূরক্ষেপণ (telecasting) এর ন্যায় বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ কার্যক্রম বেশ কয়েকটি আইনের মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

৯.২ টেলিযোগাযোগ খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন এবং আইনের মর্যাদাসম্পন্ন দলিলসমূহ [যথা:- Telegraph Act, 1885 (Act no. XIII of 1885), Wireless Telegraphy Act, 1933 (Act no. XVII of 1933), বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এবং পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৯ নং আইন) বা এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন বা আইনের মর্যাদাসম্পন্ন অন্যান্য দলিল] সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে হালনাগাদ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১০. টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য নীতিমালা ইত্যাদির প্রয়োগ (Application of other Policies, etc. relating to Telecommunication)

১০.১ এই নীতিমালার বিধান সাপেক্ষে টেলিযোগাযোগ খাতের অন্যান্য নীতিমালা প্রয়োগ ও প্রযোজ্য হবে।

১০.২ দফা ১০.১ এ যা কিছুই থাকুক না কেন, এ খাত সম্পর্কিত অন্য কোন নীতিমালার বিধানাবলিতে অস্পষ্টতা বা বিরোধ দেখা দিলে এই নীতিমালার সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে।

১১. নীতিমালা ব্যাখ্যার সুযোগ (Scope of Interpretation of Policy)

১১.১ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এই নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১.২ এই নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, কোন অস্পষ্টতা বা ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে।

১২. নীতিমালার প্রবর্তন, রহিতকরণ ও হেফাজত (Commencement, Repeal and Savings of Policy)

১২.১ এই নীতিমালা জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

১২.২ এই নীতিমালা কার্যকরের তারিখ হতে "জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ১৯৯৮" রহিত হবে।

১২.৩ দফা ১২.২ এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকৃত নীতিমালার অধীন গৃহীত বা কৃত সকল কাজ, আদেশ ইত্যাদি বৈধ বলে গণ্য হবে এবং যেসকল কাজ অনিষ্পন্ন বা চলমান রয়েছে, এই নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্ত অনিষ্পন্ন বা চলমান কাজ এই নীতিমালার অধীন নিষ্পন্ন হবে বা চলমান থাকবে।

১৩. ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ (Publication of text of translation in English)

১৩.১ এই নীতিমালা প্রবর্তনের পর সরকার এই নীতিমালার ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করবে।

১৩.২ দফা ১৩.১ এর অধীন প্রকাশিত ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ এবং বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

১৪. উপসংহার (conclusion)

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, দেশে ন্যায়সংগত ও বিচক্ষণতার সাথে টেলিযোগাযোগ কর্মকাণ্ড পরিচালনার দর্শন, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কৌশল এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। এ নীতিমালা বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ শিল্পের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং বিন্যাস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতি-নির্ধারণী দলিলে প্রকাশিত সাধারণ মূলনীতিসমূহে অভিগম্যতা ও সেবার মান নিশ্চিত করে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর সুদূর প্রসারী প্রত্যাশা এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস—কম্পিউটার শাখা-বি—১২৪১/২০১৮-২০১৯/ডাক—২৩-০১-২০১৯—১,৫০০ বই।